The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকদর্শন: একটি পর্যালোচনা

[THE MORAL PHILOSOPHY AND ETHICAL SPIRIT IN ALI AL-TANTAWI'S LITERATURE: A REVIEW]

Dr. Muhammad Motiur Rahman-1
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 25 May 2025
Received in revised: 05 April 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Ali Al-Tantawi, Literature, Ethics, Values, Moral Philosophy

ABSTRACT

In today's global landscape, ethics and values are fundamental to social stability, justice and meaningful human interactions. The absence of these principles leads to corruption and moral decline, where as a value-based system fosters integrity, responsibility and harmony. Ethics are not merely personal virtues but serve as the foundation for legal, political and economic frameworks worldwide. Ali Al-Tantawi (1909-1999), a distinguished Islamic scholar and literary figure, emphasized the crucial role of ethics and values in personal and social development. His works highlight the significance of honesty, justice, patience, and humility. Through compelling historical narratives and literary artistry, he integrates Islamic ethical philosophy with contemporary moral challenges, offering timeless guidance to modern readers. A key aspect of Al-Tantawi's philosophy is ethical realism—the belief that moral values are not abstract ideals but practical principles applicable to everyday life. His stories portray real-life struggles, demonstrating how ethical integrity triumphs over deception and injustice. Rooted in Islamic moral philosophy, his works blend divine guidance with human reason to establish a just society. Islamic literature has long played a vital role in shaping human values, not only nurturing religious consciousness but also contributing to social progress and good governance. In today's materialistic world, Al-Tantawi's ethical insights and the role of Islamic literature in fostering moral values remain profoundly relevant. His writings serve as a bridge between classical Islamic moral thought and modern ethical challenges, offering invaluable lessons for individuals, communities, and policymakers. Recognizing the importance of ethics and values is essential to building a just, peaceful, and morally responsible global society.

১. ভূমিকা

আলী আল-তানতাবী (১৯০৯-১৯৯৯খ্রি.) একজন সিরিয়ান সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, বিচারক, শিক্ষাবিদ এবং দাঈ। তিনি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শ প্রচারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন। সমাজের নৈতিক অবক্ষয়রোধ, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, আত্মিক উন্নয়ন-ই হলো তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য। তাঁর রচনাবলী কেবল সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং নৈতিকতা, মূল্যবোধের প্রচার ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক বিশ্বে নৈতিক সংকট সমাধান ও মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে তাঁর সাহিত্যকর্ম নতুন করে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশ্বব্যাপী গবেষকগণ ইসলামী সাহিত্য ও নৈতিক বাস্তববাদ নিয়ে আলোচনা করলেও আলী আল-তানতাবীর সাহিত্য এখনো তুলনামূলক কম আলোচিত ও চর্চিত। তাঁর রচনাবলীতে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা, উত্তম আদর্শ, নৈতিক চরিত্রের রূপরেখা এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক অনেক গবেষণা হয়েছে, তবে আলী আল-তানতাবীর সাহিত্য নির্দিষ্টভাবে নৈতিক বাস্তববাদ ও সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক কম বিশ্লেষণ হয়েছে। আলী আল-তানতাবীর রচনায় মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক দর্শন গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে কেবল কলা বা রচনাশৈলীর সৌন্দর্য নয় বরং নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক চেতনার দিকগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, আলী-তানতাবীর সাহিত্যকর্মের নৈতিক দর্শন ও মূল্যবোধের কাঠামো বিশ্লেষণ করে তা সমকালীন সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা। এছাড়া তাঁর সাহিত্যকর্মের নৈতিক দিকগুলি সাহিত্যিক,

তাত্ত্বিক এবং প্রামাণ্য প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। নৈতিক দর্শন ও মূল্যবোধ আধুনিক সমাজে নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়নে তাঁর সাহিত্য কীভাবে প্রয়োগযোগ্য–তা নির্ণয় করা। তাঁর সাহিত্যকর্ম বর্তমান সমাজে নৈতিক পুনর্জাগরণে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, আধুনিক আরবী সাহিত্য ও তানতাবীর রচনাবলীতে নৈতিক দৃষ্টিকোণের কী পার্থক্য রয়েছে– এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার পাশাপাশি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিশ্লেষণ এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হবে। গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো আলী আল-তানতাবীর নির্বাচিত মৌলিক সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ, যা নৈতিক দর্শন (Ethical Philosophy) ও মানবিক মূল্যবোধ (Moral Values)-এর বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করে।

২. আলী আল-তানতাবীর পরিচয়

আলী তানতাবীর প্রকৃত নাম আলী। উপনাম আবুল হায়সাম। উপাধি ফকিহুল উদাবা ও আদিবুল ফুকাহা। তিনি আলী তানতাবী নামে অধিক পরিচিত।[১] ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ জুন তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতা মুস্তফা তানতাবী ছিলেন একজন ইসলামিক স্কলার এবং ফিকাহশাস্ত্রবিদ।[৩] ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ খালিদ-এর তত্ত্বাবধানে আলী আল-তানতাবী প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।[৪] এরপর 'মাদরাসাতুস সুলতানিয়া আস-সানিয়া' থেকে মাধ্যমিক ও পরবর্তীতে 'মাদরাসাতুল জকমকিয়্যাহ ও মাকতাবু আম্বর' থেকে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক ও অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন।[৫] অধ্যয়নকালে তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ও ইসলামি শরিয়তের নানাদিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে বুৎপত্তি লাভ করেন।[৬] তিনি ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরে গমন করেন।[৭] কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ফিরে এসে আইন বিষয়ে 'লিসান্স ডিগ্রি' লাভের মাধ্যমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।[৮]

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'মাদরাসাতুল আহলিয়া'তে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[৯] তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সমাজ ও দেশে বিরাজমান নানা অসঙ্গতি নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এরপর ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।[১০] তারপর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বেশকিছু দিন অতিথি অধ্যাপক হিসেবে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের একটি আইন কলেজে পাঠদান করেন।[১১] এক বছর অধ্যাপনার পর তিনি আবার ইরাকে ফিরে আসেন এবং দারুল উলুম মাদরাসায় পাঠদান করেন।[১২] ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন। প্রথমে দিমাশকের 'নাবক' নামক অঞ্চলে, এরপর 'দুমা'[১৩] নামক অঞ্চলে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৪] তিনি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে সিরিয়ান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা ও পরবর্তীতে মিশরীয় সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৫] ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত 'কুল্লিয়াতুল মাআহিদ' শীর্ষক প্রতিষ্ঠানে শরী'আ অনুষদের অধীনে আরবী ভাষা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১৬] ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন।[১৭] বাইতুল্লাহর নিকট 'আজয়াদ' নামকস্থানে বসবাস শুরু করেন। এরপর ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মিনার নিকট 'আজিযীয়া'য় চলে আসেন। এখানে সাত বছর বসবাসের পর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জেদ্দায় গমন করেন এবং জীবনের শেষ সময়গুলো তিনি পঠন-পাঠনের মাঝে ব্যস্ত থাকেন।[১৮] অবশেষে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুন তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৩. আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যকর্ম

আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যকর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সমাজ সংস্কার, আদর্শ পরিবার, নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, আত্মিক উন্নয়ন, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ লাভ, ধর্মীয় জ্ঞানার্জন, মুসলিম ইতিহাসের বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনী, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে অনেক জনপ্রিয় ও পাঠক নন্দিত গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৯] নিম্নে আলী আল-তানতাবী রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো :

১. في سبيل الإصلاح (সংস্কারের পথে)। গ্রন্থটি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তা সমাধানের উপায় ও উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন।

২. مع الناس (জনতার সাথে)। এই গ্রন্থটি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও শিক্ষা।

৩. مقالات في كلمات (শব্দাবলীর প্রবন্ধমালা)। গ্রন্থটি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি মূলত নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সমাজ জীবন ও ধর্মীয় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রবন্ধের সংকলন।

৪. **من حديث النفس** (জীবনের যত কথা)। গ্রন্থটি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধির উপর ভিত্তি করে লেখকের অনুভূতি ও চিন্তার সংকলন।

৫. **قصص من التاريخ** (ইতিহাসের গল্পাবলী)। গ্রন্থটি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত গল্প।

৬. **من نفحات الحرم** (কা'বার সুবাস)। গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু মক্কা ও মদিনার পবিত্রতা, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোচনা।

৭. **هتاف المجد** (গৌরবের ধ্বনি)। গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সমাজ, সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতার উপর গভীর বিশ্লেষণ।

৮. **بعد الخمسين** (পঞ্চাশ পেরিয়ে)। গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আলী আল-তানতাবীর জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, বিশেষত পঞ্চাশ বছর বয়সের পরের পর্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯. **رجال من التاريخ** (ইতিহাসের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ)। গ্রন্থটি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামী ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও তাদের জীবনী তুলে ধরেছেন। একই সাথে তাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলো আলোচনা করে জাতিকে নৈতিক উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন।

১০. **فصول اجتماعية** (সামাজিক বিষয়াবলী)। গ্রন্থটি ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. **نور وهداية** (আলো ও পথনির্দেশ)। গ্রন্থটি ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ইসলাম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত শিক্ষা।

১২. **فصول في الثقافة والأدب** (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)। গ্রন্থটি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে।

১৩. **فصول في الدعوة والإصلاح** (দাওয়াহ ও সংস্কার)। গ্রন্থটি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি মূলত ইসলামী দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন।

১৪. **البواكير** (উৎসের সন্ধানে)। গ্রন্থটি ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি লেখকের প্রথমদিকের রচনা ও চিন্তার সংকলন। যাতে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও রিবাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. **دمشق** (দিমাশক)। গ্রন্থটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু দিমাশক শহরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও জীবনব্যবস্থা।

১৬. **ذكريات علي الطنطاوي** (আলী আল-তানতাবীর আত্মজীবনী)। গ্রন্থটি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি শায়খ আলী আল-তানতাবীর আত্মজীবনী। যাতে তিনি জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেছেন।

১৭. **تعريف عام بدين الإسلام** (দীন ইসলামের সাধারণ পরিচিতি)। গ্রন্থটি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু হলো ইসলামি আকাইদ, মৌলিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

১৮. **ذكريات المدارس والجامعات** (বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিময় দিনগুলো)। গ্রন্থটি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি, সংস্কার ও করণীয় দিক বর্ণনা করেছেন।

১৯. **حكم وأمثال** (প্রবাদ-প্রবচন)। গ্রন্থটি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নৈতিক শিক্ষা ও আরবি প্রবাদসমূহের বিশ্লেষণ।

২০. **أعلام وعلماء** (খ্যাতনাম ব্যক্তিবর্গ ও আলেমগণ)। গ্রন্থটি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ইসলামের জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের জীবনী ও তাঁদের অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. নৈতিকতার পরিচয়

নৈতিকতার আরবি প্রতিশব্দ আল-আখলাকিয়্যাহ (الأخلاقية)। যা আল-খুলুক (الخُلق) থেকে উদ্ভূত। ইংরেজি প্রতিশব্দ Ethics। নৈতিকতা হলো এমন প্রশংসনীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের আচরণকে বুদ্ধি ও মর্যাদাকর সৎমূল্যের ভিত্তিতে পরিচালিত করে। নৈতিকতা মানুষের আচরণ এবং কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে; সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। ইসলামিক স্কলার ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (১২৯২-১৩৫০খ্রি.) বলেন,

الخُلق يَكُونُ بِحُسْنِ التَّعَامُلِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ، وَكَفِّ الأَذَى عَنْهُمْ

'নৈতিকতা হলো মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, সৃষ্টির প্রতি সদাচার করা এবং তাদের থেকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে দূরে রাখা।'[২০]

ইমাম শাতিবি রহ. (১৩২০-১৩৮৮খ্রি.) বলেন,

الأَخْلَاقُ هِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي تُوَجِّهُ سُلُوكَ الْإِنْسَانِ فِي ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ وَالْعَقْلِ

'নৈতিকতা হলো সেই সকল নিয়মাবলি, যা শরিয়ত ও বুদ্ধির আলোকে মানুষের আচরণকে পরিচালিত করে।'[২১]

ইমাম রাগিব আল-ইস্ফাহানি (মৃ. ১১০৮খ্রি.) নৈতিকতা প্রসঙ্গে বলেন,

الأَخْلَاقُ هِيَ مَجْمُوعَةُ السَّجَايَا الَّتِي تَحْمِلُ الْإِنْسَانَ عَلَى التَّصَرُّفِ بِحَسَبِ الْفَضِيلَةِ وَالْمَعْرُوفِ

'নৈতিকতা এমন মানবিক গুণাবলির সমষ্টি, যা মানুষকে সৎ ও সুনীতির ভিত্তিতে কার্যাবলি সম্পাদনে সক্ষম করে।'[২২]

উল্লিখিত সংজ্ঞার পর্যালোচনা করে বলা যায়, পারস্পরিক ব্যবহারে ন্যায়বিচার ও সমতার বাস্তবায়ন, লেনদেনে সচ্ছতা, হাসিমুখে থাকা, সদ্ব্যবহার করা, কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়া, ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকা, অন্যের কষ্ট সহ্য করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, উদারতা প্রদর্শন করা এবং সদাচারী হওয়া নৈতিক ও মানবিক চরিত্রের প্রধান দিক।

৫. মূল্যবোধের পরিচয়

মূল্যবোধের আরবি প্রতিশব্দ আল-কিয়ামু (الْقِيَمُ)। ইংরেজি প্রতিশব্দ Values। মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়, যা তার সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং কর্মকে পরিচালিত করে। মূল্যবোধ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধানভিত্তি। মূল্যবোধের পরিচয় প্রসঙ্গে ইবন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) বলেন,

الْقِيَمُ هِيَ الْمَبَادِئُ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْمُجْتَمَعُ فِي بِنَاءِ أَفْرَادِهِ وَتَسْيِيرِ أُمُورِهِ

'মূল্যবোধ হলো সেই নীতি, যার ওপর সমাজ তার সদস্যদের গঠন ও পরিচালনা নির্ভর করে।'[২৩]

ইমাম আবু বকর আল-রাজী (৮৬৫-৯৩৫খ্রি.) বলেন,

مجموعة من المعتقدات والمبادئ التي يعتقدها الفرد أو المجتمع وتعتبر أساساً للسلوك الصحيح

'মূল্যবোধ হলো এমন কিছু বিশ্বাস এবং নীতিমালা, যা একজন ব্যক্তি কিংবা সমাজ দ্বারা সঠিক আচরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।'[২৪]

ইবনু তাইমিয়্যাহ (১২৬৩-১৩২৮খ্রি.) মূল্যবোধের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,

المبادئ الأخلاقية التي تقيم وتوجه سلوك الأفراد والمجتمعات، وتعتبر معياراً للتمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ

'মূল্যবোধ হলো এমন নৈতিক নীতিমালা, যা ব্যক্তি ও সমাজের আচরণ মূল্যায়ন করে এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে।'[২৫]

নৈতিকতা হলো সমাজের স্বীকৃত নীতিমালা, যা ব্যক্তির আচরণকে সঠিক ও যথার্থতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে। আর মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত বিশ্বাস ও নীতির সমষ্টি, যা জীবন ও সমাজ পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে কাজ করে।

৬. সমসাময়িক আরবী সাহিত্যিক ও আলী আল-তানতাবীর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যের সাথে সমসাময়িক আধুনিক সাহিত্য তুলনা করলে দেখা যায়, আধুনিক সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যে ইসলামের আলোকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শক্তিশালী ভিত্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

الفرق بين أدبنا الإسلامي والأدب الحديث هو أن الأول ينبع من القيم والأخلاق، بينما الثاني قد يخضع لأهواء البشر

'আমাদের ইসলামী সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্য হলো, ইসলামী সাহিত্য নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, অথচ আধুনিক সাহিত্য প্রায়শই মানবিক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।'[২৬]

আধুনিক আরবি সাহিত্যিকদের অনেকে মনে করেন, সাহিত্যকে ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নয়তো সাহিত্যের বিকাশ ও সাবলীল প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে। আধুনিক আরবি সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ ড. তাহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩খ্রি.) তাদের একজন। তিনি বলেন,

الأدب يجب أن يكون حراً من أي قيود دينية أو اجتماعية

'সাহিত্যকে ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা থেকে মুক্ত হতে হবে।'[২৭]

আধুনিক আরবী সাহিত্য ও ইসলামি চিন্তাধারায় আলী আল-তানতাবী হলেন নৈতিক বাস্তববাদের একজন উজ্জ্বল প্রতিনিধি। তিনি বিশ্বাস করেন, নৈতিকতা কেবল ধর্মীয় বিধিবিধান নয়, বরং এটি ব্যক্তিগত চরিত্র, সামাজিক বন্ধন ও সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য।[২৮] তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদ– যেমন হাসান আল-বান্না (১৯০৬-১৯৪৯খ্রি.), আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৪১-১৯৭২খ্রি.), মালেক বেন নাবী (১৯০৫-১৯৭৩খ্রি.), সাইয়্যেদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬খ্রি.) এবং মুহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯২খ্রি.)-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাস্তববাদী ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে নৈতিকতাকে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নৈতিক দর্শন আধুনিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে গঠিত, যেখানে তিনি প্রযুক্তি, পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং মুসলিম সমাজের নৈতিক সংকটকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে, তার সমসাময়িক চিন্তাবিদরা নৈতিকতাকে রাষ্ট্র, সভ্যতা ও ইসলামী পুনর্জাগরণের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আলী আল-তানতাবীর দৃষ্টিভঙ্গি হলো বাস্তবসম্মত ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন, যা বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব বোঝাতে বিশেষভাবে সহায়ক। আর সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে দেখেন। যা সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। তারা একে কখনও সামাজিক সংহতির উপাদান, কখনও শ্রেণি-স্বার্থের প্রতিফলন, আবার কখনও অর্থনৈতিক উন্নতির চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[২৯]

৭. আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যকর্মে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রধান উপাদান

শায়খ আলী আল-তানতাবীর সাহিত্য শুধুমাত্র ভাষাগত সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং নৈতিক ও আত্মিক পুনর্জাগরণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখনীতে সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জোড়ালো আহ্বান রয়েছে। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্মে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কতিপয় প্রধান উপাদান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো-

৭.১. আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উন্নতি

আত্মশুদ্ধির আরবি প্রতিশব্দ তাযকিয়াতুন নাফস (تَزْكِيَةُ النَّفْسِ)। আত্মশুদ্ধি হলো নিজেকে অন্যায়, খারাপ অভ্যাস ও নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত করে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করা। আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উন্নতি হলো মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রক্রিয়া। যা তাকে সৎ, সত্যনিষ্ঠ ও মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে। এটি ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথেও সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণ পরিশুদ্ধ হয় এবং তাকে আদর্শ নাগরিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বলেন,

يقصد بالتنمية الخلقية التغيير الذهني والأخلاقي الذي يحسن طبع الإنسان ويجعله صادقا، متواضعا، كريم النفس، سخيّا، لين القلب، ومتعاطفا مع الآخرين

'চারিত্রিক উন্নতি বলতে এমন মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তনকে বোঝায়, যা ব্যক্তির স্বভাবকে উন্নত করে এবং তাকে সৎ, বিনয়ী, পরোপকারী, উদার, কোমল ও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে।'[৩০]

তিনি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি, মূল্যবোধ সৃষ্টি, নৈতিক উন্নতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বজাতিকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বের বুকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে টিকে থাকার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে চারিত্রিক উন্নতি। যখন কোনো জাতির চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, নৈতিকতাবোধ হারিয়ে ফেলে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি চারিত্রিক উন্নতিকে শুধু কথার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রমাণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

إن الأخلاق ليست مجرد كلمات تُقال، بل هي أفعال تُثبت صدق الإنسان في تعامله مع الناس

'চারিত্রিক উৎকর্ষতা শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি এমন কর্ম যা মানুষের আন্তরিকতাকে প্রমাণ করে।'[৩১]

নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চারিত্রিক উন্নতি ও আত্মশুদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, এটি মানুষের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করে। একজন চরিত্রবান ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ অশান্তি, লোভ ও হিংসা থেকে মুক্তি পায়। এই বৈশিষ্ট্য মানুষকে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। একই সাথে তার আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[৩২]

একই সাথে তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মাঝে আত্মশুদ্ধি ও উন্নত চরিত্রের অভাবের বিষয়টিও নাটকীয় ঢঙে উপস্থাপনের প্রয়াশ পেয়েছেন। 'মিন হাদীসিন নাফস' গ্রন্থের 'মিন দুমুয়িল ক্বালব' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> **قالت الكتب : كن فاضلا واحرص على مكارم الأخلاق فهي السبيل. فوجدت أهل الرذيلة هم الذين يصلون، ورأيت أسفل الناس أخلاقا صار أستاذا للأخلاق في أكبر مدرسة، فعجبت من سخر الحياة ! وقالت الكتب:الحق، وقالت الحياة: القوة... وقالت الكتب: الفضائل، وقالت الحياة: الشهوات. وقالت الكتب.... ولكن لم يكن إلا ما قالت الحياة!**
>
> 'বইগুলো বলল, 'সৎ হও, আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্রের গুণাবলি অর্জনে যত্নবান হও; কারণ এটাই সফলতার পথ।' কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, অসৎ ও চরিত্রহীন লোকেরাই উন্নতি লাভ করছে এবং যাদের নৈতিক অধঃপতন সবচেয়ে গভীর, তারাই সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার শিক্ষক বনে গেছে! তখন জীবনের এই পরিহাসে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। বইগুলো বলল, সত্যকে অনুসরণ করো। কিন্তু জীবন বলল, শক্তিকেই অনুসরণ করো। বইগুলো বলল, পুণ্য ও নৈতিকতার পথে চলো। আর জীবন বলল, ইচ্ছা, ভোগ আর প্রবৃত্তির পথেই অগ্রসর হও। বইগুলো অনেক কিছুই বলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়েছে জীবনের কথাই!'[৩৩]

আলী আল-তানতাবীর এই বক্তব্য নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করে আত্মশুদ্ধির (تزكية النفس) অপরিহার্যতাকে গভীরভাবে প্রতিপন্ন করে। এখানে 'বই' হলো সত্য, নৈতিকতা, সুন্দর চরিত্র ও আত্মিক উৎকর্ষতা শিক্ষার প্রতীক। আর 'জীবন' হলো সামাজিক বাস্তবতার প্রতীক। যেখানে ক্ষমতা, প্রবৃত্তি ও স্বার্থ প্রায়শই ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। লেখক লক্ষ্য করেন যে, নৈতিক অধঃপতন সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তি সামাজিক অবস্থান লাভ করে। এমনকি তারা নৈতিকতার শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ আত্মশুদ্ধি ও মানবিক চরিত্রের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার অভাব এবং নফসের অনিয়ন্ত্রিত প্রবণতাকে সূক্ষ্মভাবে নির্দেশ করে।

নৈতিকতা কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষার বিষয় নয়; বরং এটি ব্যক্তির অন্তর-সংস্কার, আত্ম-পর্যালোচনা এবং নফসের পরিশোধনের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আদর্শিক উপদেশ তখনই কার্যকর হয়, যখন ব্যক্তি বাহ্যিক সাফল্য বা ক্ষমতাচর্চার পরিবর্তে অন্তরের পরিশুদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি এই কল্পিত 'বই' চরিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, সমাজ প্রায়শই নৈতিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করলেও আত্মশুদ্ধিই মানব চরিত্রের প্রধান উপাদান– যা ব্যক্তি, সমাজ ও মানবিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৭.২. পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ

পারিবারিক মূল্যবোধ বলতে পরিবারে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও আচার-আচরণকে বোঝায়, যা পরিবারের সদস্যদের নৈতিক ও সামাজিকভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এটি মূলত পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, বড় ভাই-বোন কিংবা অভিভাবকদের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে গড়ে ওঠে। পরিবার হলো শিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র ও সবচেয়ে কার্যকরি পাঠশালা। পিতা-মাতা যদি শৈশবেই সন্তানকে সততা, দয়া, সাম্য, ন্যায়, শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেন, তাহলে সন্তানও সেভাবে গড়ে ওঠে। পারিবারিক শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

আর সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজের প্রচলিত নীতি, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার, যা সামাজিক ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের কাঠামোকে দৃঢ় করে। সমাজে শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের চর্চা ব্যক্তি ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এর ফলে অসৎ আচরণ, অপরাধ ও দুর্নীতি প্রবণতা কমে আসে। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আলী আল-তানতাবী অনেক প্রবন্ধে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরেছেন। পরিবারকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়,

صلاح المجتمع يبدأ من صلاح الأسرة، وإنه لن يصلح مجتمع تتفكك أسره وتنهار قيمه

'সমাজের উন্নতি শুরু হয় পরিবার থেকে। যদি পরিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে সেই সমাজও ভেঙে পড়ে।'[৩৪]

ইবনু খালদুনও (১৩৩২-১৪০৬খ্রি.) একই ধারণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكنه العيش بدون روابط أسرية ومجتمعية قوية

'মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক; সে শক্তিশালী পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।'[৩৫]

আলী আল-তানতাবী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি শিক্ষকদের বিষয়জ্ঞান শিক্ষাদানের পাশাপাশি এ সকল বিষয়াবলী শিক্ষাদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

أفلا يجب عليهم – قبل أن يعلموه قوانين الحكمة ومعادلات الكيمياء ونظريات الهندسة التي سينساها ويجهلها – أن يعلموه من هم أجداده وما هي حضارتهم، وأن يصبوا في نفسه أخلاق العروبة وآداب الإسلام، وأن يحبّبوا إليه العلم حتى يُقبل عليه بلذة وشغف؛ لا لنيل الشهادة والنجاة من الامتحان، بل ليستفيد منه في ترقية حياته وحياة أمته وخدمة بلاده وقومه... وأن يفهموه حقائق الحياة ويعرضوها عليه عارية لا يسترها شيء؟

'শিক্ষকের দায়িত্ব নয় কী যে, তিনি শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ এবং সুসংগত রূপরেখার দিকে নির্দেশিত করবেন? শিক্ষকের মূল কর্তব্য হওয়া উচিত– বিজ্ঞানের কলাকৌশল, রসায়ন ও প্রকৌশল সম্পর্কিত জটিল সূত্র শেখানোর আগে শিক্ষার্থীকে তার পূর্বপুরুষ ও তাদের সভ্যতার ইতিহাস, নৈতিকতা এবং ইসলামী রীতিনীতি ও সামাজিক আচরণবিধি বোঝানো। কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞান গ্রহণের প্রতি গভীর আগ্রহ ও প্রীতি জন্মায়। শিক্ষার্থী তখন কেবল পরীক্ষা বা সনদপত্র অর্জনের জন্য নয়, বরং নিজের জীবন, জাতি, দেশ এবং জনগণের কল্যাণে জ্ঞানকে সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে। একইসাথে শিক্ষার্থীর সঙ্গে জীবন বাস্তবতা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা জরুরি, যাতে সে কোনো বিভ্রান্তির মুখোমুখি না হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা কেবল তথ্যগত নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের উন্নয়নের একটি কাঠামো তৈরি করে, যা শিক্ষার্থীর মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।'[৩৬]

পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির মূলভিত্তি। এগুলো যদি শুরুতেই ঠিকমতো গড়ে ওঠে তবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শৃঙ্খলা ও উন্নতি নিশ্চিত হয়। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে পরিবার এবং সমাজের ভূমিকা-ই সবচেয়ে বেশি। তাই একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধচর্চা করা অত্যাবশ্যক।

৭.৩. সমাজ সংস্কার ও ন্যায়বিচার

সমাজ সংস্কার হলো প্রচলিত অন্যায় ও অসঙ্গতি দূর করে সত্য, ন্যায়বিচার ও কল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। আর ন্যায়বিচার হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা এবং সমতা, নৈতিকতা ও সত্যের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করা। যা সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির অধিকার রক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন ন্যায়বিচার, সৎকর্ম এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও বিদ্রোহ থেকে।'[৩৭]

সমাজ সংস্কার ও ন্যায়বিচার পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়। একটি সুসংগঠিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য সমাজ সংস্কার অপরিহার্য। ইসলামিক চিন্তাবিদ আলী আল-তানতাবী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে এ বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও বিচারিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন। সমাজ সংস্কার বলতে তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, অন্যায়, বৈষম্য ও অবিচার দূর করে ন্যায়, সততা ও নৈতিকতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। কেননা এটি সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জীবনকে উন্নত করার একটি উত্তম প্রচেষ্টা। এর ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়। মানুষের মধ্যে সততা, মানবিকতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। অনিয়ম ও অন্যায় কমিয়ে ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠন করা সম্ভবপর হয়। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সকলের নিরাপত্তা, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদ নিশ্চিত করা যায়।[৩৮] তিনি বলেন,

غياب العدالة والإصلاح الاجتماعي يؤدي إلى اضطراب المجتمع وانتشار الظلم والجريمة. ولضمان حقوق الأفراد ومكافحة الفساد والتمييز، يُعد الإصلاح الأخلاقي والقانوني أساسياً. و أن الإصلاح الاجتماعي الحقيقي يتحقق فقط عبر تعزيز التربية الأخلاقية والقيم الدينية بين أفراده

'ন্যায়বিচার ও সংস্কার ব্যতীত সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সমাজে নৈতিক ও আইনগত সংস্কার ছাড়া মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে যায়। সমাজে অন্যায় ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি ও বৈষম্য দূরীকরণে নৈতিক ও আইনগত সংস্কার জরুরি। সত্যিকার সমাজ সংস্কার তখনই সম্ভব, যখন সমাজে নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা করা হবে।'[৩৯]

যদি একটি সমাজে ন্যায়বিচার না থাকে, তবে সে সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। সমাজের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়, তবে একদিন অন্যায়ই তাদেরকে গ্রাস করবে। আর ন্যায়বিচার কেবল আদালতে নয়; বরং পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শাসন ব্যবস্থাতেও থাকতে হবে। তিনি বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইসলামি আইনের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে তিনি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তার মতে, নৈতিকতা, সততা ও ধর্মীয় মূল্যবোধচর্চার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। ন্যায়বিচার ও সমাজ সংস্কার যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি বলেন,

لا يكون المجتمع عادلاً إلا إذا ساد العدل بين الناس، والعدل هو ميزان الإسلام

'একটি সমাজ তখনই ন্যায়ভিত্তিক হয়, যখন সেখানে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়বিচারই ইসলামের মূল চেতনা।'[৪০]

৭.৪. সততা ও সত্যবাদিতা

সততা এর আরবি প্রতিশব্দ (الصِّدْقَ) আস-সিদক। শব্দমূল صِدق। সততা ও সত্যবাদিতা এমন এক মানবিক বৈশিষ্ট্য– যা মানুষের ভাষা, কর্ম এবং বিশ্বাসে সঠিকতা এবং সত্যের প্রতি অবিচলতা প্রদর্শন করে। সততা ও সত্যবাদিতা ব্যক্তির মনোভাব, আচরণ, সঠিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। একজন সত্যবাদি ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলে না এবং তার কাজ ও কথায় কোনো ধরনের প্রতারণা, ছলচাতুরি ও শঠতার ছাপ থাকে না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এই মানবিক গুণটির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সততা ও সত্যবাদিতা শুধু একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করার জন্য নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও সুসম্পর্ক গড়া তোলার বড় মাধ্যম। আল-কুরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে কথা, কাজ ও আচরণে সততা বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো।'[৪১]

এই নির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের সততার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সততা শুধু কথা বলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এটি এমন এক প্রয়োজনীয় মানবিক গুণ, যা সকল ক্ষেত্রেই বজায় রাখতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা বৃদ্ধি পায়। সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে। সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক গভীর হয়। সততা মহান আল্লাহর অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ। আল-কুরআনের অনেক সূরায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর কথা ও কাজকে সত্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا 'আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য ও সঠিক আর কার কথা হতে পারে!'[৪২]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে পূণ্যের পথে ধাবিত করে। কথা-কাজে সততা বজায় রাখার মাধ্যমে মূলত একজন ব্যক্তি জীবনের সঠিক ও সুন্দর পথের অনুসরণ করে। সততা ও সত্যবাদিতা ব্যক্তি, সামাজিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। ইউরোপীয় গবেষক জন হ্যারিসন তার গবেষণায় সততার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বলেন, যে প্রতিষ্ঠান বা সমাজে সততা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেখানে আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করে। Joanne B. Ciulla[৪৩] বলেন, Honesty is not just the best policy; it is the foundation of leadership. Leaders who do not practice honesty with their followers cannot expect to maintain the trust and respect that is essential for effective leadership.[৪৪]

'সততা শুধু সর্বোত্তম নীতি নয়; এটি নেতৃত্বের ভিত্তি। যে নেতৃবৃন্দ তাদের অনুসারীদের সাথে সততার চর্চা করেন না, তারা কার্যকর নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য বিশ্বাস এবং সম্মান ধরে রাখার প্রত্যাশা করতে পারেন না।'

শায়খ আলী আল-তানতাবী অসংখ্য লেখনির মাধ্যমে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি সততাকে সকল কল্যাণ ও ভালো কাজের চাবিকাঠি হিসেবে অভিহিত করেছেন। মিথ্যাকে সকল খারাপ ও অপরাধমূলক কাজের মূল ও উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে ব্যক্তি কথা ও কাজে সততা বজায় রাখে না, সে যেমন নিজেকে ধ্বংস ও কল্যাণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। অনুরূপ তার অনিষ্ট থেকে সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী লোকেরাও রক্ষা পায় না। এ প্রসঙ্গে 'আল-মাকালাত ফি কালিমাত' গ্রন্থের একটি উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,

الكذب جماع كلّ شرّ، وأصل كلّ ذنب، ومَن صدق في قوله، وصدق في عملِه، وصدق في نيَّته، نجَا ونجّى

'মিথ্যা সব খারাপের মূল এবং সব পাপের উৎস। যে ব্যক্তি তার কথায়, কাজে এবং নিয়তে সত্যবাদী, সে নিজে রক্ষা পায় এবং অন্যকেও রক্ষা করে।'[৪৫]

সামগ্রিক জীবনপ্রবাহে সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে তা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত যখন পৃথিবীতে মিথ্যা, প্রতারণা এবং অসত্যতা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে মুসলিমদের জন্য সততা ও সত্যবাদিতা হচ্ছে ইমানের মূলভিত্তি। কুরআন ও হাদিসে সততার পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে একজন মুসলিম একদিকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন, তেমনি সমাজের লোকদের তার প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়। তাঁর ভাষায়,

إن التمسك بالصدق والأمانة لا يمنح الإنسان صفاءً روحيًا فحسب، بل يصنع لحياته اتساقًا ونجاحًا ورسوخًا في القيم. وقد خلّد التاريخ الإسلامي نماذج عظيمة بلغ أصحابها منزلة رفيعة بما التزموا به من صدق في القول وإخلاص في العمل. وكان رسول الله ﷺ أسمى هذه النماذج؛ إذ عُرف بين قومه بـ"الأمين"، وهو لقب يجسد نقاء سيرته وصدق معاملاته. وظل الصدق سمة ملازمة له في كل مراحل حياته، حتى غدا مظهرًا جليًا لشخصيته ومثالًا يُحتذى به في الأخلاق الإنسانية الرفيعة

'সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি অবিচল থাকা মানুষকে শুধু আত্মিক প্রশান্তিই প্রদান করে না বরং তার পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য, সাফল্য এবং মূল্যবোধের দৃঢ় ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা সত্য ও সততার প্রতি অবিচল থাকার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। এ সকল মহান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ আদর্শ হলেন রাসুল সা.। তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা ও আমানতদারিতা জন্য তাঁর সমাজে 'আল-আমিন' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। যা তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও আচরণের সত্যনিষ্ঠতার প্রতীক। জীবনের সকল পর্যায়ে তিনি সততা ও সত্যবাদিতায় অবিচল ছিলেন এবং এ গুণই তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়।'[৪৬]

৭.৫. ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সমার্থক শব্দ। ধৈর্য-এর আরবি প্রতিশব্দ 'আস-সাবরু (الصبر)। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এমন একটি গুণ, যা একজন ব্যক্তিকে যে কোনো পরিস্থিতে শান্ত ও স্থির রাখতে সাহায্য করে। মানসিক চাপ, অর্থকষ্ট, শারীরিক সমস্যা কিংবা পার্থিব নানা পরীক্ষার মাঝে এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি শান্তিপূর্ণভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারে। অন্যদিকে সহিষ্ণুতা এর আরবি প্রতিশব্দ হলো আত-তাসামুহ (التسامح)। সহিষ্ণুতা বলতে অন্যের মতামত, বিশ্বাস, আচরণকে শ্রদ্ধা ও সহ্য করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। সহিষ্ণুতা মূলত একটি দক্ষতা, যা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও মননের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার হতাশা বা কষ্টের প্রেক্ষাপটে শান্তিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করতে শেখে এবং রাগ বা উত্তেজনাকর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে।

ইসলামে সহিষ্ণুতাকে একটি প্রশংসনীয় ও মুল্যায়নযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। যা মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন করে। সুন্দর জীবন, মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক শান্তির জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ চর্চা হওয়া অতি জরুরি। আলী আল-তানতাবী অসংখ্য প্রবন্ধে মানবজীবনে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুরুত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি ধৈর্যকে এমন এক মানবিক ও নৈতিক গুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা মানসিক শক্তি এবং স্থিতিশীলতার প্রধান উৎস। এরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারে। এই প্রশংসনীয় গুণ একজন ব্যক্তিকে সংকটজনক পরিস্থিতিতে শীতল মনোভাব বজায় রাখার ক্ষমতা প্রদান করে।[৪৭]

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা ও সুফল বর্ণনা করেছেন। তিনি জীবনের কঠিন ও সংকটময় মুহূর্তে ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ '(হে নবি! আপনি) ধৈর্যশীলদের (উত্তম প্রতিদান ও বিনিময়ের) সুসংবাদ প্রদান করুন।'[৪৮]

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি বিপদে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে ধৈর্যধারণ করে, তাকে এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে সবসময় আল্লাহ ও তাঁর সাহায্য থাকে। তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'[৪৯]

এই আয়াত ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যে কোনো বিপদ বা সমস্যা মোকাবিলায় যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন এবং তাদের সাহায্য করেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রাখে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইসলামের অন্যতম মৌলিক গুণ। একজন মুসলিমের জন্য এটি অপরিহার্য আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও জীবনযাপনের আদর্শ দর্শন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত একজন ব্যক্তি কখনও আত্মিকভাবে উন্নত হতে পারে না এবং পৃথিবী ও আখিরাতের পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। ধৈর্য মানুষের মনোবল ও অন্তরের দৃঢ়তার পরিচায়ক। একজন মুমিন ব্যক্তি জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সেগুলো থেকে উত্তরণে ধৈর্যই হলো মূল হাতিয়ার। ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার সুরক্ষা প্রদান করে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আল্লাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। সমাজে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সংহতি এবং সহযোগিতার সম্পর্কও সৃষ্টি করে। 'আল-মাকালাত ফি কালিমাত' গ্রন্থে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে,

الصبر مفتاح الفرج، فمن صبر نجح، ومن أصرّ واستعجل لم ينل إلا الفشل والخسارة

'ধৈর্য মুক্তির চাবি, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, সে সফল হয়; আর যে জেদ ধরে ও তাড়াহুড়া করে, সে ব্যর্থতা ও ক্ষতি ছাড়া কিছুই পায় না।'[৫০]

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ব্যক্তি জীবনকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল রাখে। তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য সকলের মাঝে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণটি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। আলী আল-তানতাবী বলেন,

يمثل الصبر والتسامح قيمتين أساسيتين تحفظان توازن الإنسان وتوجهانه إلى الطريق المستقيم، وتسهمان في نيل رضا الله وبناء مجتمع يسوده السلم والتوافق. فبهما تتحقق تزكية النفس ويترسخ الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي

'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা হলো এমন দুটি মৌলিক গুণ, যা মানুষকে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন ও তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। এই গুণ দুটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আত্মার উন্নতি এবং নৈতিক ও সামাজিক স্থিরতা নিশ্চিত হয়।'[৫১]

সংকটময় মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করা একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দায়িত্ব এবং পরিশ্রমেরও প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে ইসলাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে জীবনের সকল প্রতিকূলতায় অটুট থাকার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ '(তোমার জীবনে যে অপ্রত্যাশিত) বিপদ ও কষ্ট নেমে আসে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো। নিঃসন্দেহই এটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদৃঢ় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি।'[৫২]

এই আয়াত মানব জীবনের কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে ধৈর্যের অপরিসীম গুরুত্বকে তুলে ধরে। প্রতিকূল মুহূর্তে ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি স্থিরচেতা ও বিচারশীল হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামিক নীতি অনুসারে, ধৈর্য মানুষকে কেবল বিপদ থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তার আত্মিক ও নৈতিক বিকাশকে উন্নত করে এবং সাফল্য ও প্রশান্তির পথ খুলে দেয়। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলই সর্বোত্তম নীতি।

৭.৬. আমনতদারিতা ও বিশ্বস্ততা

'আমানত' (الْأَمَانَة) অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। আমানতদারিতা ইমানের পরিচায়ক। মানব চরিত্রের ইতিবাচক ও মহৎ গুণ। এর দ্বারা উন্নত ও মানবকল্যাণ নির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। আমানতের বিপরীত শব্দ খেয়ানত। রাসূল সা. খেয়ানত করাকে মুনাফিকের নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৩] আল-কুরআনে আমানত রক্ষার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ 'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দাও।'[৫৪]

আলী আল-তানতাবী আমানতদারিতাকে মানব চারিত্রিক মূল গুণ ও উন্নত চরিত্রের মূলভিত্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি গচ্ছিত সম্পদকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াকে আমানতদারিতার একটি পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছেন। আমানত রক্ষার আরও অনেক দিক ও পদ্ধতি রয়েছে, যা রক্ষা করা একজন মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যেমন- রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগনের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আমানত। অনুরূপ রাজত্ব নিয়োগকর্তার কাছে

আমানত। এক্ষেত্রে তিনি যদি তার ব্যত্যয় ঘটান তবে তা খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে। বিচারকের নিকট বাদী-বিবাদীর মামলা-মোকাদ্দমার রায় বা ফায়সালা হল আমানত। তিনি যদি অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করে রায় প্রদান করেন তাহলে তা হবে আমানতের খেয়ানত। শ্রমিকের নিকট মালিকের কার্যসম্পাদন করা আমানত। কাজের ক্ষেত্রে সে যদি সামান্য পরিমাণ অবহেলা করে কিংবা যেভাবে করা দরকার সেভাবে না করে তাহলে তা হবে খেয়ানত।

এমনিভাবে এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির প্রতি ভালো মানুষ হওয়ার যে ধারণা ও বিশ্বাস, সেটাও আমানত। কোনো যদি এই বিশ্বাসকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম বানায় তবে তা আমানতের খেয়ানত বলে বিবেচিত হবে। আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, মানুষের হাতে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই আমানত। চোখ আমানত, চোখ দিয়ে যদি হারাম কিছু দেখাটাও খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। হাত, পা, জিহ্বা এমনকি মানুষের পুরো জীবনটাই আল্লাহর দেওয়া আমানত। এর দ্বারা যদি অন্যায় কিছু করে, জীবনের সামান্য মুহূর্তও যদি এমন কাজে ব্যয় করে যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট নন, তাহলে সেটাও একপ্রকারের খেয়ানত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন। তিনি বলেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

'নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর–এ সবকিছুই তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৫৫]

বর্তমান সমাজের অনেক মুসলিম ব্যক্তি আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন নন। পার্থিব উন্নতি ও সম্পত্তি লাভের মোহ তাদের অন্ধ করে দিয়েছে। কারো সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে তারা উদাসীন। কথা বলার ক্ষেত্রে আমনতদারিতার লেশমাত্র নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষের একই অবস্থা। যা সুন্দর সমাজ গঠন ও নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তরায়। আলী তানতাবীর ভাষায়,

لقد رأيت من قلة الأمانة عند الصناع والتجار والعلماء والجهلاء ومن يظن به المغفلون الولاية ويرونه قطب الوقت ما لا ينتهي حديثه ولا العجب منه، وما خوفني الناس أن أعاملهم حتى جعلني أحمل هماً كالجبل ثقلاً كلما عرضت لي حاجة لا بد فيها من معاملة الناس ولا والله لا أتألم من اللص يتسور على الجدار ويسرق الدار، كما أتألم من الرجل يظهر لي المودة ويعلن التقى، فإذا كانت بيني وبينه معاملة وتمكن مني أكلني بغير ملح وتعرق عظامي!

'আমি কারিগর, ব্যবসায়ী, জ্ঞানী, অজ্ঞ–এমনকি যাদের সম্পর্কে সরলমনা লোকেরা ধারণা করে যে, এরা হলেন সময়ের সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, এ সব লোকদের মাঝে খেয়ানতের এমন বহু দৃশ্য দেখেছি, যা বলে শেষ করা না এবং যার বিস্ময়ও কাটে না। মানুষ আমাকে এদের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে এত ভয় দেখিয়েছে যে, যখনই আমার কোনো প্রয়োজন আসে, যেখানে মানুষের সাথে লেনদেন করা ছাড়া উপায় নেই, তখনই আমার মনে পাহাড়সম ভার নেমে আসে। আর আল্লাহর শপথ! দেয়াল টপকে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র চুরি করে নেওয়া চোর আমাকে এতটা কষ্ট দেয় না, যতটা কষ্ট দেয় সেই ব্যক্তি, যে আমাকে ভালোবাসা দেখায়, তাকওয়া-পরহেজগারির ঘোষণা দেয়, কিন্তু আমার সাথে যখন কোনো লেনদেনের সুযোগ পায় এবং আমার উপর কর্তৃত্ব জমাতে সক্ষম হয়, তখন সে আমাকে বিন্দুমাত্র লজ্জা ছাড়াই সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে–এমনকি আমার হাঁড় পর্যন্ত চুষে নেয়!'[৫৬]

আলী তানতাবীর এ বক্তব্য সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও আমানতদারির সংকটকে বাস্তবসম্মত ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করে। তিনি বিভিন্ন পেশাশ্রেণি লোকদের মাঝে সততার ঘাটতি লক্ষ্য করেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে দুর্নীতি ও অনৈতিকতা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত সামাজিক সমস্যা। বিশেষত সেই ব্যক্তির প্রতারণা, যে বাহ্যিকভাবে ধার্মিক ও আন্তরিকতার ভান করে। তাঁর মতে, এ ধরনের প্রতারণা সাধারণ অপরাধের তুলনায় অধিক বেদনাদায়ক, কারণ এটি বিশ্বাস ও আস্থার মূলভিত্তিকে আঘাত করে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠটি দেখায় যে, মানুষের আচার-আচরণে দ্বৈততার প্রবণতা–একদিকে ধার্মিকতার প্রকাশ, অন্যদিকে লেনদেনে অসততা–সামাজিক সম্পর্কের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসে এমন এক মানসিক চাপের চিত্র, যা মানুষকে লেনদেন ও পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই উদ্বেগ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় নয়; বরং এটি নৈতিক আঘাত, সামাজিক অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া।

আলী আল-তানতাবী নৈতিক দর্শনের আলোকে সততা, আমানত এবং সামাজিক বিশ্বস্ততাকে মৌলিক চারিত্রিক গুণ ও মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে যে, বাহ্যিক ধার্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতার ঘোষণা প্রকৃত নৈতিক চরিত্রের নিশ্চয়তা দেয় না; বরং প্রকৃত মূল্যায়ন লেনদেনের বাস্তবতায়, যেখানে ব্যক্তির প্রকৃত নৈতিক অবস্থান প্রকাশিত হয়। লেখকের এই চিন্তাধারা সমাজের নৈতিক কাঠামো, মানবিক সম্পর্কের ভঙ্গুরতা এবং বিশ্বাসভিত্তিক

লেনদেনের সংকটকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে। তাই তিনি في سبيل الإصلاح শীর্ষক গ্রন্থে 'আল-আমানাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে সুন্দর সমাজ ও নিরাপদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কবি, লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবদ, বিচারক ও সাংবাদিকসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আমানত রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান।[৫৭]

৭.৭. কৃতজ্ঞতাবোধ

কৃতজ্ঞতার আরবি প্রতিশব্দ আশ-শুকর (الشكر)। ইংরেজিতে Gratitude। কৃতজ্ঞতাবোধ হলো এমন একটি ইতিবাচক অনুভূতি ও মানসিক গুণ, যার মাধ্যমে মানুষ প্রাপ্ত উপকার, অনুগ্রহ ও দয়া-অনুকম্পা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এর জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এটি মানুষের নৈতিক চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আন্তরিকতা, বিনয় এবং সৌজন্যবোধের পরিচয় বহন করে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি অন্যতম মৌলিক নৈতিক গুণ। যা একজন মুসলিমকে শুধু দুনিয়াতে নয় বরং আখিরাতেও সফল হতে সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি নয়; বরং কর্মরূপে পরিণত করার বিষয়, যা মানুষের কাজে ও ভাষায় প্রকাশিত হয়। এটি মানুষকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। কেননা যারা কৃতজ্ঞতাবোধ চর্চা করে তারা অন্যদের সাহায্য করতে আগ্রহী হয়। যা তাদের জীবনে সাফল্য এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে। আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যে কৃতজ্ঞতাবোধের গুরুত্ব এবং সামগ্রিক জীবনপ্রবাহে এর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি কৃতজ্ঞতাবোধকে মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, যা মানব জীবনে, সমাজে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তিনি বলেন,

> إن الشكر من أقوى الفضائل الأخلاقية التي تسهم في صقل شخصية الإنسان وإثرائها. فهو يعزز الثقة بالنفس ويغرس الفضيلة ويقوي مشاعر التعاطف والإحسان تجاه الآخرين. كما ينمي في الفرد موقفًا إيجابيًا تجاه الحياة، ويجعله يقدّر النعم ويدرك قيمتها. والشخص الشاكر ملتزم بالمسار القويم، ويقيم علاقات متينة قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، مما يجعله عاملاً فاعلاً في تعزيز الانسجام الاجتماعي وترسيخ الروابط الإنسانية
>
> 'কৃতজ্ঞতা একটি শক্তিশালী নৈতিক গুণ, যা মানুষের চরিত্রকে পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করে। এটি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও উদারতার অনুভূতি তৈরি করে। এছাড়াও, এটি ব্যক্তির মধ্যে জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে, তাকে জীবনের অনুগ্রহ ও উপকারের মূল্য বোঝার সক্ষমতা প্রদান করে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সঠিক পথ অনুসরণ করে এবং স্নেহ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এইভাবে কৃতজ্ঞতাবোধ সামাজিক সংহতি ও নৈতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে একটি কার্যকরী শক্তি হিসেবে কাজ করে।'[৫৮]

মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, সদাচারী এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। ব্যক্তির মাঝে এমন এক মানসিকতা সৃষ্টি করে, যা জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়তা করে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সঠিক পথে চলতে পারে এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তৈরি করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা হলো আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গ, যা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং তার ইমান ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও সুদৃঢ় করে। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। অন্যদিকে কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব সমাজে এক ধরনের বিভাজন, অবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সামাজিক অস্থিরতা এবং হতাশা তৈরি করে। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সমাজে অস্থিরতা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের মাঝে দায়িত্ববোধ তৈরি করে, যা সমাজে সুস্থ সম্পর্ক এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। সমাজে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে। তাই সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি স্থাপনে কৃতজ্ঞতাবোধ সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক।

৭.৮. দয়া ও পরোপকার

দয়া-এর আরবি প্রতিশব্দ আর-রাহমাহ (الرحمة)। ইংরেজিতে Kindness। দয়া এমন এক মানবিক গুণ, যা অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ এবং সামাজিক কল্যাণের অন্যতম প্রধান উপাদান। দয়াকে সামাজিক সংহতির একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যা পরিবার, সমাজ ও

রাষ্ট্রে শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। আর পরোপকার হলো, নিঃস্বার্থভাবে অন্যের কল্যাণ কামনা করা এবং তাদের সেবা ও সাহায্যে আত্মনিয়োগ করা। এটি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক মঙ্গলের চিন্তায় কাজ করার নীতি। দয়া ও পরোপকার মানবিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি কেবল একটি নৈতিক গুণ নয়; বরং ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী শিক্ষা, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এবং নৈতিকতায় দয়া ও পরোপকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাসূল সা. বলেন, **من لم يرحم لا يرحم** 'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না।'[৫৯]

আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যকর্মে দয়া ও পরোপকারের গভীরতা এবং বাস্তব প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়, যা ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি দয়া ও পরোপকারকে নৈতিক উৎকর্ষের একটি প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। যা সমাজে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করে, সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে, ধনী-গরিবের মধ্যে সাম্য ও সংহতি সৃষ্টি করে, মানসিক শান্তি ও আত্মতৃপ্তি প্রদান করে। দয়া ও পরোপকারী মনোভাব ব্যক্তির অন্তর থেকে অহংকার, হিংসা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে।[৬০]

অন্যের প্রতি দয়াশীল ও পরোপকারী ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি সুখী হয় এবং তাদের মানসিক চাপ কম থাকে। সমাজে পরোপকারের চর্চা দারিদ্র বিমোচনে সাহায্য করে এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। দয়াবান ও পরোপকারী ব্যক্তিরা সহজেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে।

আলী আল-তানতাবী ইসলামি ইতিহাস ও হাদিস থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন, রাসুল সা. এবং সাহাবিগণ কীভাবে অন্যের প্রতি দয়া ও পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, দয়া ও পরোপকারের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজকে ন্যায়বিচার ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ সমাজে রূপান্তর করা যায়। তিনি বলেন,

> **إن إظهار الرحمة للآخرين لا يعود بالنفع عليهم فحسب، بل يسهم كذلك في تزكية النفس وتهذيب الروح، ويهدي الإنسان إلى دروب الإنسانية الحقة. فالرحمة والإحسان لا يُعَدّان مجرد خصال فردية، بل يمثلان آلية فعّالة لإحداث التحول الاجتماعي. وإن النزعة الرحيمة وروح الإيثار تشكلان جوهر الإنسانية الصادقة، وهما الركيزة الأساسية لبناء مجتمع راقٍ ومتماسك. ولا يبلغ المجتمع مرتبة الحضارة إلا حين يتحلى أفراده بالرحمة المتبادلة ويتفانون في خدمة الصالح العام، ويجعلون التعاون والتكافل مبدأً ناظماً لعلاقاتهم الإنسانية**
>
> 'যদি তুমি কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তা শুধু তার উপকার করে না; বরং তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাকে প্রকৃত মানবিকতার পথে পরিচালিত করে। দয়া ও পরোপকার কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়; বরং এটি সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। দয়া ও পরোপকারী মনোভাব-ই প্রকৃত মানবতার পরিচয় এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনের মূলভিত্তি। একটি সমাজ তখনই সভ্য হতে পারে, যখন তার সদস্যরা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হয় এবং একে অপরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।'[৬১]

দয়া ও পরোপকার মানবিক নৈতিকতার মূলভিত্তি হিসেবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। দয়ার চর্চা কেবল অন্যের উপকার সাধনেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি ব্যক্তির আত্মিক জগতকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে উচ্চতর মানবিক চেতনার দিকে পরিচালিত করে। নৈতিক দর্শনের আলোচনায় দয়া এমন এক অন্তর্মুখী শক্তি, যা মানুষের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তাকে আত্মকেন্দ্রিকতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উপকার ও কল্যাণে মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৮. উপসংহার

আলী আল-তানতাবীর সাহিত এমন এক নৈতিক ও মানবিক জগত উন্মোচন করে, যেখানে সাহিত্য শুধু শিল্পরসের উৎস নয় বরং মানবচরিত্র গঠনের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া ও শক্তি। তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে নৈতিকভাবে আলোকিত করার এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ধারণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক দৃঢ়তা, আধ্যাত্মিক জাগরণ, সামাজিক ন্যায়সংস্কার এবং পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতার শিক্ষা। আরবী সাহিত্যে মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতা যে কতটা গভীরভাবে সংযুক্ত হতে পারে– আলী তানতাবীর সাহিত্য তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তানতাবীর সাহিত্যে গভীরভাবে পরিলক্ষিত যে, নৈতিকতা কখনোই বিমূর্ত তত্ত্ব বা চিন্তার একটি দার্শনিক কাঠামো নয় বরং এটি অনুভূত এবং দৈনন্দিন আচরণের মাধ্যমে যাচাইযোগ্য এক জীবন্ত বাস্তবতা। তাঁর বর্ণনায় নৈতিকতা মানুষের ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির পথ, আবার একই সাথে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তিনি

মনে করেন, ব্যক্তি যদি সৎ চরিত্রে দৃঢ় হয়, তবে সমাজ স্বভাবতই ন্যায়ের পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সামাজিক সংস্কার–দু'টিই তাঁর দৃষ্টিতে পরস্পর পরিপূরক।

তানতাবীর সাহিত্য বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর ভাষাশৈলী। তাঁর রচনায় ভাষা সৌন্দর্যের বাহন মাত্র নয়; এটি নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নৈতিক ধারণাগুলো উপস্থাপন করেছেন, যাতে পাঠক তা সহজেই বোঝে এবং অনুভবও করে। যা পাঠকের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তাকে আত্মসমালোচনার দিকে পরিচালিত করে। এ বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মাঝে উচ্চতার অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আলী আল-তানতাবীর সাহিত্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি ইসলামি নৈতিক দর্শনকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, তবে কখনোই প্রথাগত অনমনীয়তার বৃত্তে আবদ্ধ হননি। তাঁর লেখায় ধর্মীয় মূল্যবোধের উপস্থাপনায় গভীরতা ও নাটকীয় ঢঙ আছে কিন্তু অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা নেই। বরং তিনি যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও মানবকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ তাঁর কাছে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবিক জীবনধারা গঠন এবং আত্মিক পরিশুদ্ধতার পথ। এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নৈতিক দর্শনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

সমাজদর্শনেও নৈতিকতার গভীর প্রভাব রয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, কোনো সমাজ তখনই টেকসই উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়, যখন মানুষ সত্য, ন্যায়, সততা ও দয়ার মত মূল্যবোধকে নিজ জীবনের অনিবার্য অংশ করে নেয়। তাঁর কাছে সমাজ সংস্কার ছিল নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের সমন্বিত প্রক্রিয়া। তিনি এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে জ্ঞানের সম্মান, ন্যায়ের সুরক্ষা, মানবিক মর্যাদা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত হয়। তিনি দুর্নীতি, অন্যায়, বৈষম্য, উদাসীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়কে সমাজের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য এ সব সমস্যা সমাধানের পথ দেখায়।

আলী আল-তানতাবী পরিবারকে মূল্যবোধ নির্মাণের কেন্দ্র হিসেবে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পরিবার এবং সমাজ মানবজীবনে নৈতিকতার প্রথম পাঠ শেখায়। আধুনিক সমাজে নৈতিকতা সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি পরিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হওয়া ও নৈতিক শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আলী আল-তানতাবীর সাহিত্য কেবল নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেনি, বরং নৈতিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ ও মানবিক দর্শন নির্মাণ করেছে। তাঁর সাহিত্য মানুষের হৃদয়ে নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করে, তাকে আত্মসমালোচনা ও আত্মউন্নতির পথে চালিত করে এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর নৈতিক দর্শন তাত্ত্বিকতার জটিল কাঠামো নয়; বরং বাস্তব জীবনে প্রযোজ্য, মানবিক অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজকল্যাণমূলক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান বিশ্বে যখন নৈতিকতা সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে, মানবিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সমাজে শ্রেণি-বিভক্তি ও বৈষম্য ভয়াবহ রূপধারণ করেছে– এই সময়ে আলী আল-তানতাবীর সাহিত্য ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে আলোকবর্তিকার মতো। যা বর্তমান সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশিকা

[১] **তানতাবী:** এটি বংশীয় উপাধি। শব্দটি মূলত 'শানওয়ানী' বা 'শানাবী' অথবা 'মানশাবী' ছিল। পরবর্তীতে শব্দটি 'তানতাবী' রূপ পরিগ্রহণ করে। মিশরের রাজধানী কায়রোর নিকটবর্তী 'তানতা' জনপদের অধিবাসী মুহাম্মদ বিন মুস্তফা হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'তানতাবী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। (দ্র. আলী আল-তানতাবী *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ১ (জেদ্দা: দারুল মানারা, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৩-১৩৪); মুজাহিদ মামুন দায়রানিয়্যা, *আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা* (দিমাশক: দারুল কলম, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯।

[২] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

[৩] *https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي* (লগইন তারিখ: ০২/০৫/২০২৫)

[৪] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

[৫] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

[৬] আলী আল-তানতাবী, *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১২।

[৭] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৫।

[৮] আলী আল-তানতাবী, *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

[১১] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড- ৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭।

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮।

[১৩] **দুমা:** দুমা সিরিয়ার দামেশকে অবস্থিত একটি জেলা শহর ও লেবাননের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। *https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي* (লগইন তারিখ: ০২/০৫/২০২৫)

[১৪] আলী আল-তানতাবী *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪।

[১৫] *https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي* (লগইন তারিখ: ০২/০৫/২০২৫)

[১৬] আলী আল-তানতাবী *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬; *https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي* (লগইন তারিখ: ০২/০৫/২০২৫)

[১৯] আহমদ বিন মুসফির আল আতিবী, *কিরাআতুন ফি আসারিশ শায়খ আলী তানতাবী* (মাজাল্লাতুল মিনহাল, সংখ্যা-৬১, ১৪২০ হি.), পৃ. ৯৮-৯৯।

[২০] ইবনুল কাইয়্যিম আল-যাওজি, *মাদারিজুস সালিকীন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), খণ্ড, ২, পৃ. ৩৪৮।

[২১] ইমাম আশ-শাতিবি, আল-মাওয়াফিকাত (বৈরুত: দারু ইবন আফ-ফান, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৫০।

[২২] রাগিব আল-ইস্ফাহানী, *আয-যুররিয়্যাতু ইলা মাকারিমিশ শরি'আ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

[২৩] ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১১০।

[২৪] আবু বকর আল-রাজী, *আত-তিববুর রূহানী* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৮০।

[২৫] ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমাউল ফাতওয়া*, খণ্ড-১০ (রিয়াদ: মাকতাবাতু মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৯।

[২৬] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড-৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

[২৭] ড. তুহা হুসাইন, *ফিশ শিরিল জাহিলী*, খণ্ড-২ (বৈরুত: দারুল মাআরিফ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৮।

[২৮] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড-৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

[২৯] আলী আল-তানতাবী, *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

[৩০] আলী আল-তানতাবী, *যিকরিয়াত*, খণ্ড-৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

[৩৩] আলী আল-তানতাবী, *মিন হাদীসিন নাফস* (জেদ্দা: দারুল মানারাহ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

[৩৪] আলী আল-তানতাবী, *কাসাসুম মিনাত তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

[৩৫] ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৭৭হি.), পৃ. ৩৪২।

[৩৬] *তদেব*।

[৩৭] সূরাহ্ আন-নাহল: ৯০।

[৩৮] আলী আল-তানতাবী, *আল-আদাবুল ইসলামি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

[৩৯] আলী আল-তানতাবী, *ফুসুলুন ইজতিমাইয়্যাতুন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪।

[৪০] আলী আল-তানতাবী, *আলামুত তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

[৪১] সূরাহ্ আল-আহযাব: ৭০।

[৪২] সূরাহ্ আন-নিসা: ১২২।

[৪৩] **Joanne B. Ciulla**: জোয়ান ব্রিজেট সিউলা (১৯৫২খ্রি.) একজন আমেরিকান দার্শনিক, যিনি নেতৃত্বে নৈতিকতা (leadership ethics) এবং ব্যবসায় নৈতিকতা (business ethics) গবেষণায় অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। তিনি রাটগার্স বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক এবং Institute for Ethical Leadership-এর পরিচালক। নেতৃত্ব ও নৈতিকতা বিষয়ে অবদানের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড, ডেলাওয়ার ও টেম্পল ইউনিভার্সিটি থেকে পর্যায়ক্রমে বিএ, এমএ ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শুরুতে লা স্যাল ইউনিভার্সিটিতে এবং পরে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পোস্টডক ফেলো, ওয়ার্টন স্কুলে সিনিয়র ফেলো এবং ইউনিভার্সিটি অব রিচমন্ডের জেপসন স্কুল অব লিডারশিপ স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের অন্যতম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি Society for Business Ethics ও ISBEE-এর সভাপতি ছিলেন এবং ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে Professor Emerita হিসেবে অবসর নেন। (দ্র. *https://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_B._Ciulla* লগইন তারিখ: ০৫/১২/২০২৫)

[৪৪] Joanne B. Ciulla , *The Ethics of Leadership* (2004), P. 234.

[৪৫] আলী আল-তানতাবী, *আল-মাকালাত ফি কালিমাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

[৪৬] আলী আল-তানতাবী, *রিজালুম মিনাত তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

[৪৭] আলী আল-তানতাবী, *আল-আদাবুল ইসলামি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

[৪৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৫৫।

[৪৯] সূরাহ্ আল-বাকারাহ্: ১৫৩।

[৫০] আলী আল-তানতাবী, *আল-মাকালাত ফি কালিমাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

[৫২] সূরাহ্ লুকমান: ১৭।

[৫৩] *সহিহ বুখারি*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১, হাদীস নং- ৩৩।
[৫৪] সূরাহ্ আন-নিসা: ৫৮।
[৫৫] সূরাহ্ বনী ইসরাইল: ৩৬।
[৫৬] আলী আল-তানতাবী, *ফি সাবিলিল ইসলাহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪।
[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।
[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।
[৫৯] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩১৯।
[৬০] আলী আল-তানতাবী, *আল-আদাবুল ইসলামি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১।
[৬১] আলী আল-তানতাবী, *আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৫।